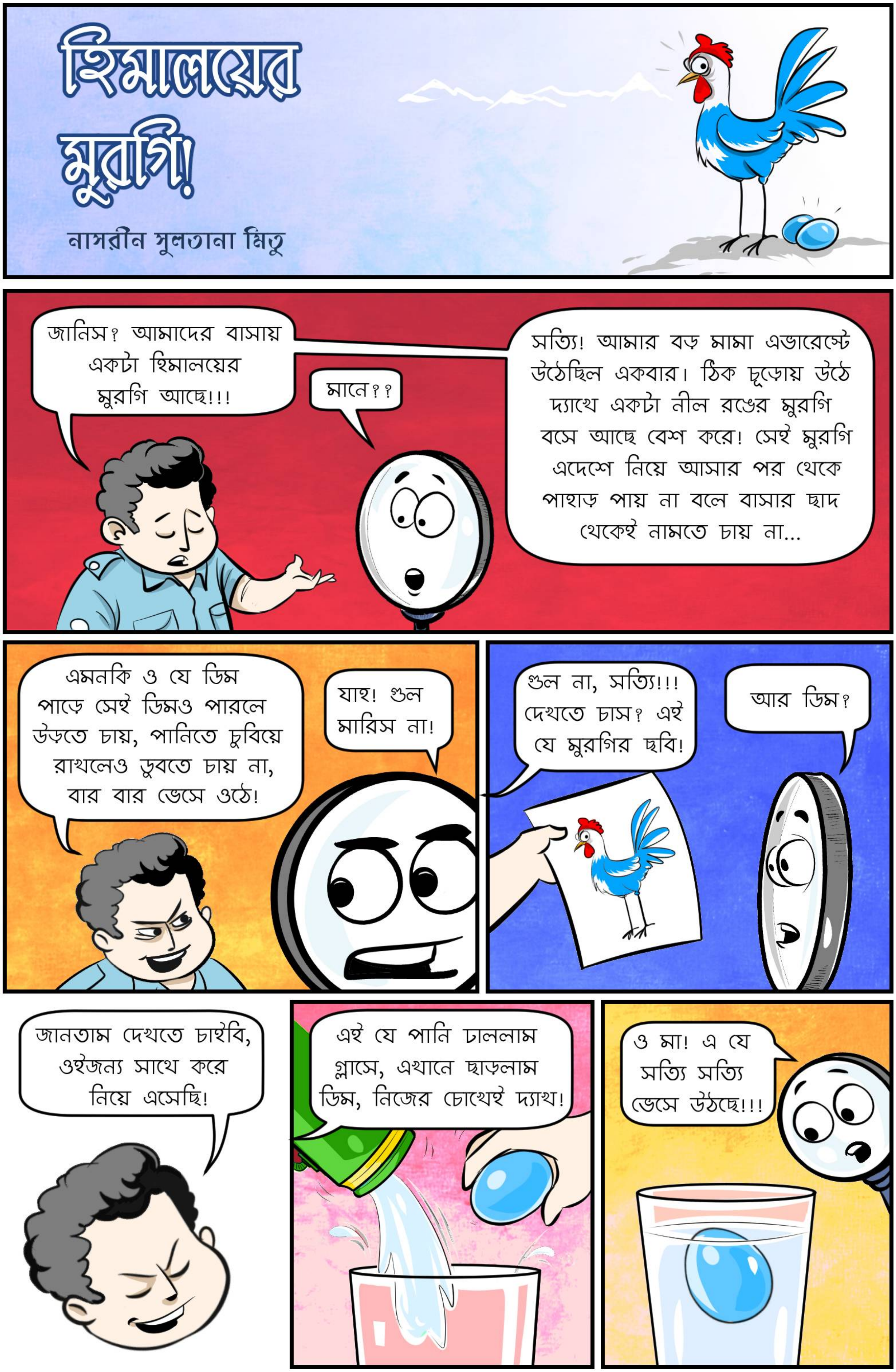
হিমালয়ের মুরগি!
নাসরীন সুলতানা মিতু
জানিস? আমাদের বাসায় একটা হিমালয়ের মুরগি আছে!!!
মানে??
সত্যি! আমার বড় মামা এভারেস্টে উঠেছিল একবার। ঠিক চূড়োয় উঠে দ্যাখে একটা নীল রঙের মুরগি বসে আছে বেশ করে! সেই মুরগি এদেশে নিয়ে আসার পর থেকে পাহাড় পায় না বলে বাসার ছাদ থেকেই নামতে চায় না...
এমনকি ও যে ডিম পাড়ে সেই ডিমও পারলে উড়তে চায়, পানিতে চুবিয়ে রাখলেও ডুবতে চায় না, বার বার ভেসে ওঠে!
যাহ! গুল মারিস না!
গুল না, সত্যি!!! দেখতে চাস? এই যে মুরগির ছবি!
আর ডিম?
জানতাম দেখতে চাইবি, ওইজন্য সাথে করে নিয়ে এসেছি!
এই যে পানি ঢাললাম গ্লাসে, এখানে ছাড়লাম ডিম, নিজের চোখেই দ্যাখ!
ও মা! এ যে সত্যি সত্যি ভেসে উঠছে!!!

কি ব্যাপার দীপু? আবার নতুন ধাপ্পাবাজি?
রিঙ্কি, তুমি না সবসময় খালি আমাকে সন্দেহ কর!
আচ্ছা যাও, সন্দেহ করব না। আমি আমার ফ্লাস্ক থেকে পানি ঢালছি, ডিমটা আরেকবার ডুবিয়ে দেখাও ভেসে থাকে কিনা!
হয়ে, একবার দেখালাম তো!
আচ্ছা আমি দেখাচ্ছি! কিন্তু আমার ফ্লাস্কের পানি দিয়ে!
কী দেখলে প্লুটো?
এ কী? এখন ডুবে গেল যে?? তাহলে?...
হাহ! দীপুর ফ্লাস্কের পানি একটু চেখে দেখ, তাহলেই বুঝবে!
ইয়াক!! এটা পানি না লবণ?? ওয়াক!
হেহ!! যা সন্দেহ করেছি!
পানিতে কোনকিছু কেন ডুবে যায় আর কেন ভেসে থাকে সেটা বুঝলেই এই বুজরুকি পরিষ্কার হয়ে যাবে!
কোন বস্তুর আয়তনের তুলনায় ভর– অর্থাৎ ঘনত্ব পানির চেয়ে বেশি হলে পানির প্লবতা বস্তুটিকে ঠেকাতে পারে না, ফলে সেটা ডুবে যায়।
অন্যদিকে বস্তুর ঘনত্ব যদি পানির ঘনত্বের চেয়ে কম হয় তাহলে পানির প্লবতা তাকে ঠেলে ভাসিয়ে রাখে।

এখন, ডিমের ঘনত্ব কমিয়ে সেটাকে ভাসিয়ে রাখা অত সহজ না! কাজেই দীপু যে চালাকিটা করেছে তা হল– ও উল্টো পানির ঘনত্ব বাড়িয়ে দিয়েছে।
কীভাবে? খুব সহজ!
পানিতে তুমি যদি লবণ মেশাতে থাকো, এর আয়তন তেমন বাড়বে না, কিন্তু ভর বাড়তে থাকবে, মানে ঘনত্ব বেড়ে যাবে।
লবণ
লবণের পরিমাণ বাড়াতে বাড়াতে এক পর্যায়ে এর ঘনত্ব ডিমের চেয়ে বেশি হয়ে যাবে। ওই অবস্থায় পানিতে ডিম ডুববে কী করে?
আমার ফ্লাস্কের সাধারণ পানিতে তো দেখলেই, কেমন টুপ করে ডুবে গেল!!
ইয়ে দীপু, বাসায় গিয়ে মুরগিটাকে প্লিজ ধুয়ে দিস, গায়ের নীল রঙটা একদম ক্যাটক্যাটে লাগছে!
গরর... ররর...